আমল কবুলের শর্ত

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ২০০০
৬ষ্ঠ সংস্করণ: মার্চ ২০১৮

কম্পিউটার কম্পোজ

Q R F

মূল্য: ৬৬.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স
আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন: ৭১৯২৫৩৯
মোবাইল: ০১৭২০১৭৩০১০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১.	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৫
২.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
৩.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪.	আল্লাহর দেয়া তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২১
৫.	মূল বিষয়	২২
৬.	আমল কবুল হওয়ার শর্তের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা	২২
৭.	আমল কবুল হওয়ার প্রকৃত শর্তসমূহ	২৩
৮.	আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট বা সাধারণ শর্ত	২৩
৯.	আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ	২৪
১০.	Common sense অনুযায়ী একটি আমল যেকোন মনিবের নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ	২৪
১১.	Common sense অনুযায়ী একটি আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ	২৯
১২.	কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমল কবুলের শর্ত খুজে পাওয়ার সাথে আমল কবুলের শর্তের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় (Common sense-এর রায়) মাথায় থাকার সম্পর্ক	৩০
১৩.	‘আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩২
১৪.	আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা সেটি সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা- আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৪
১৫.	‘আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৭
১৬.	‘আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল পালন করা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪০
১৭.	‘আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪২

১৮.	‘আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৫
১৯.	‘ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার **বিষয়ে** ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৯
২০.	‘ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৪
২১.	আমলের ধরনের ভিত্তিতে কবুল হওয়ার শর্তের সংখ্যার পার্থক্য	৫৬
২২.	কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে, আমল কবুলের শর্তসমূহ যেভাবে প্রয়োগ হবে	৫৭
২৩.	শেষ কথা	৬০

আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ

আমল কবুল হওয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। Common sense–এর আলোকেও তা সহজে বোঝা যায়। কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense সমর্থিত ঐ শর্তগুলোর শুধু একটির প্রচলন বর্তমান মুসলিম সমাজে মোটামুটি আছে। সেটি হলো আমলের অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে করা। বাকি শর্তগুলোর প্রচার ও অনুসরণ বর্তমান মুসলিম সমাজে একেবারে নাই বা তেমন নাই। তাই, বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ অন্যান্য আমল কবুল হচ্ছে কিনা এটি এক বিরাট প্রশ্ন ও চিন্তার বিষয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজ ও দেশের যে দুরাবস্থা তার একটি প্রধান কারণ হলো সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ বিভিন্ন আমল, কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense সমর্থিত শর্তগুলো পুরণ করে পালন না করা। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে আমল আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কবুল হওয়ার শর্তগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমগণ তাদের কৃত আমলগুলো যদি যথাযথ শর্ত পুরণ করে পালন করতে পারে তবে আমলগুলোর কল্যাণ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর তা না হলে বর্তমান সময়ের মুসলিমগণ তাদের কৃত আমলগুলোর কল্যাণ দুনিয়াতে যেমন পাচ্ছেন না পরকালেও পাবেন না এটি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আ মার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতোটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়ল-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোন সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ০১. ০৫. ২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
০১. ০৫. ২০০৩

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অর্থ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোন কোন সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **"Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন"** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার নিমিত্তে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোন একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে

দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অর্থ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অর্থ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন-তিনি জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ .قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ .وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا .اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)-কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার মন ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(মুসনাদে আহমদ, ওয়াবেসা (রা.)-এর হাদীস পরিচ্ছেদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০১, হাদীস নং ১৮০০৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে ‘যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়’ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতপর তার

মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুস্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছো?

(সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরীকদের সন্তানদের ব্যাপারে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৩৮৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়- মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তীত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু একজন Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ জেনে বা দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো-মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে থাকা Common sense –এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণাকারী কুরআনের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য (অর্থ ও ব্যাখ্যা) মানুষ বুঝতে পারে না।

তথ্য - ৪

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অর্থ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা যাহান্নামের যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোন বক্তব্য যদি বোঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও

আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোন বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতোই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততোই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অর্থ: আবু বাকরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন- সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অতপর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অতপর উপস্থিতরা যেনো অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, উপস্থাপনকারী অপেক্ষা শ্রোতা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে**... ... ...** ।

(সহীহ বুখারী, হাজ্জ অধ্যায়, মিনা দিবসে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৭৪১, পৃষ্ঠা নং ২০৮)

হাদীস-২

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

অর্থ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

(বায়হাকী, শোয়া'বুল ঈমান, জ্ঞান প্রচার অধ্যায়, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, হাদিস নং-১৭৩৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৬)

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসল কেন? নিশ্চয় কোন শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি

হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোন তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

অর্থ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষন না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদুর যায় ততোদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- আল্লাহর সৃষ্টি করে রাখা বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদুর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় (প্রাকৃতিক আইন) গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোন বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যেকোন যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বোঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোন যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না।

গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোন বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যেকোন বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা'** নামক বইটিতে। তবে নীতিমালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যেকোন বিষয়ে

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

অতপর বিষয়টিতে মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে** যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

মূল বিষয়

বিশ্বের সকল প্রকৃত মুসলিম মনেপ্রাণে চান যে- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদিসহ যে আমলগুলো (কাজ) তারা করছেন তা যেন মহান আল্লাহর নিকট কবুল হয়। কারণ, আমল কবুল না হলে দুনিয়াতে ও পরকালে সে শান্তিতে থাকতে পারবে না। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদিসহ সকল আমল কবুল হওয়ার কিছু শর্ত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমল কবুল হওয়ার শর্তের বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা এবং তাদের জীবন পরিচালনা দেখলে সহজে বোঝা যায়- কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense- এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো পুরণ করে আমল করা থেকে তারা বহু দূরে। এটি প্রায় সকল মুসলিমের অবস্থা। ফলে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের কৃত আমল কবুল হচ্ছে কিনা সেটি এক বিরাট প্রশ্ন। আর এর ফলে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলোর যে অপূর্ব কল্যাণ দুনিয়াতে পাওয়ার কথা তা থেকেও বর্তমান মুসলিম জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। তাই, আমল কবুল হওয়ার কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ভিত্তিক প্রকৃত শর্তগুলো কী কী, তা জাতিকে জানানো এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আশাকরি শর্তগুলো জানার পর সকল মুসলিম তাদের কৃত আমলগুলো যেন মহান আল্লাহর নিকট কবুল হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর এর ফল স্বরূপ সময় দিয়ে ও কষ্টকরে যে সকল আমল তারা করছেন তার কল্যাণ তারা ইহকালে ও পরকালে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমল কবুল হওয়ার শর্তের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম মনে করেন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদিসহ সকল আমলের শুধু অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে পালন করতে পারলে তা মহান আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যাবে। আর তাই আমলের অনুষ্ঠান কিভাবে করতে হবে তা ধারণকারী বহু ধরনর বই-পুস্তক বাজারে আছে। আর নানাভাবে ও নানা স্থানে, বিভিন্ন আমলের অনুষ্ঠান কিভাবে করতে হবে তা শেখানো হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমল কবুলের শর্ত যদি একটি হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে পালন করাই যদি আমল কবুলের একমাত্র শর্ত হয়, তবেতো মুসলিম উম্মার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যদি আমল কবুলের আরো শর্ত থাকে যা পালন না করলে আমল কবুল হবে না বলে কুরআন ও সুন্নাহ জানিয়ে দিয়ে থাকে তবে এটি অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর একটি বড় ভাবনার বিষয়।

আমল কবুল হওয়ার প্রকৃত শর্তসমূহ

আমল কবুল হওয়ার প্রকৃত শর্তসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-

১. অনির্দিষ্ট
২. সুনির্দিষ্ট

আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট শর্ত

এটি হলো সে শর্ত যা সকল আমলের বেলায় প্রযোজ্য। এ শর্তের কথা আল কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধুমাত্র (আমার) দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

(যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

ব্যাখ্যা: ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব। তাই মহান আল্লাহ এখানে জানিয়েছেন যে- তিনি জ্বীন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর দাসত্ব করার জন্য। এ কথার অর্থ যদি বলা হয়- আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি উপাসনামূলক আমলগুলো করার জন্য তাহলে জীবনের অন্য যেকোন আমল তথা কাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ হবে। যা কখনই হতে পারে না।

এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো- আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তার জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি আমল (কাজ) এমনভাবে করার জন্য যেন তা আল্লাহর দাসত্ব তথা ইবাদাতে পরিণত হয়। তাই, এ আয়াতের বক্তব্য হলো- জীবনের প্রতিটি আমল আল্লাহর দাসত্বে পরিণত করতে পারলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে। আর জীবনের প্রতিটি আমল তাঁর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য আল্লাহ কিছু শর্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সেই শর্তগুলো হলো আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-২

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ: আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের (ভৌগলিক জনগোষ্ঠি) মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি (যাদের দাওয়াতের সাধারণ বক্তব্য ছিলো) আল্লাহর ইবাদাত করো ও আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে (আল্লাহদ্রোহী শক্তির ইবাদাতকে) বর্জন করো।

(নাহল/১৬ : ৩৬)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি সকল জনগোষ্ঠীর নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু আরব দেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সকল কালের ও সকল স্থানের রাসূলগণ ব্যতিক্রমহীনভাবে মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

তাই, এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, দাসত্ব (ইবাদাত) আল্লাহর যেমন হতে পারে তেমন তা আল্লাহদ্রোহী শক্তিরও হতে পারে। আল্লাহর দেয়া শর্ত পূরণ করে দাসত্ব করলে সেটি আল্লাহর দাসত্ব হয়। আর আল্লাহদ্রোহী শক্তির দেয়া শর্ত পূরণ করে দাসত্ব করলে সেটি আল্লাহদ্রোহী শক্তির দাসত্ব হয়।

আর তাই, এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো- জীবনের প্রতিটি আমল আল্লাহর দাসত্বে পরিণত করতে পারলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে।

♥♥ আল কুরআনের এ দু'টি তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়- আমল কবুল (গ্রহণযোগ্য) হওয়ার অনির্দিষ্ট শর্ত হলো, প্রতিটি আমল আল্লাহর ইবাদাত তথা দাসত্বে পরিণত করা। আর প্রতিটি আমল আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য আল্লাহ কিছু শর্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সেই শর্তগুলোই হলো আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ

আমরা এখন আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense –এর তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী, আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ কী কী তা জানার চেষ্টার করবো।

Common sense অনুযায়ী একটি আমল যেকোন মনিবের নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ

Common sense অনুযায়ী একটি আমল যেকোন মনিবের নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ হবে নিম্নরূপ-

১. মনিবের সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা

যে আমলে কোন মনিব অসন্তুষ্ট হয় সে আমল নিশ্চয় ঐ মনিবের দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য হবে না। এটি Common sense এর সহজবোধগম্য একটি রায়।

তাই, Common sense অনুযায়ী আমল পালনের সময় মনিবের সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে থাকা, আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

২. আমলের মনিবের নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা সে দিকে সব সময় খেয়াল রাখা

বুদ্ধিমান কোন মনিব কাউকে পালন করানোর জন্য যখন একটি আমল (কাজ) প্রনয়ণ করেন তখন অবশ্যই তাঁর একটি উদ্দেশ্য থাকে। কেউ যদি মনিবের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি না জেনে আমলটি পালন করা শুরু করে দেয় তবে তার দ্বারা আমলটির ব্যাপারে মনিবের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি কখনও সাধিত হবে না। এ জন্য ঐ আমল মনিবের নিকট দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই Common sense অনুযায়ী, আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হলো- আমলটি আরম্ভ করার আগে মনিবের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা যে- মনিবের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি সাধিত হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা।

৩. মনিবের জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) হিসেবে পালন করা

যেকোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক বিষয় তথা 'পাথেয়'-এর প্রয়োজন হয়। পাথেয়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করলেই শুধু কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আর কেউ যদি কোন কাজের পাথেয়মূলক বিষয়কে কাজটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে তবে কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

তাই, প্রত্যেক মনিব যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি আমল (কাজ) প্রনয়ণ করেন তখন তার যথাযথ পাথেয়মূলক বিষয়গুলোও প্রনয়ণ করেন এবং জানিয়ে দেন। পাথেয়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করলেই শুধু কাজটি দ্বারা মনিবের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়। আর কেউ যদি পাথেয়মূলক বিষয়কে কাজটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে পালন করে তাহলে কাজটি করার মাধ্যমে মনিবের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি কখনই সাধিত হবে না। আর তাই কাজটি মনিবের নিকট কবুল হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা থেকে খুলনায় যাওয়ার আমলটিকে ধরা যাক। এ আমলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, খুলনায় পৌঁছা। আর এ কাজের দু'টি মৌলিক মাধ্যম তথা পাথেয় হচ্ছে, যথাযথ বাহন ও পথ খরচ। আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পাথেয় দু'টি ব্যবহারের ব্যাপারে চিরসত্য বিষয় হলো-

ক. পাথেয় দু'টির একটিও না হলে কেউ খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। অর্থাৎ মৌলিক পাথেয়মূলক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে সকল আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

খ. পাথেয় দুটিকে আমলটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে পালন করলেও কেউ খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। যেমন- বাহনকে সবকিছু মনে করে কেউ যদি যেকোন বাহনে উঠে বসে বা পথখরচকে সবকিছু মনে করে কেউ যদি যেকোন পরিমানের পথখরচ নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে তবে সে কখনও খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। খুলনায় পৌঁছাতে হলে খুলনায় যাবে এমন বাহন এবং পথখরচ খুলনার ভাড়ার সমপরিমাণ হতে হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী, আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হলো- মনিবের জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় হিসেবে পালন করা।

আনুষ্ঠানিক কাজ হলো সে কাজ যা করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান (কাজ) করতে হয়। যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির কর্মকাণ্ড, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানটি হয় পাথেয়। তাই আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানকে এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে সহায়ক হয়।

৪. মনিবের জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে প্রতি আমলের অনুষ্ঠানটি করা

প্রতিটি আমলের অনুষ্ঠানটি কী পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করতে হবে, তাও মনিব জানিয়ে দেন এবং প্রয়োজন হলে তার কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেখিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের পদ্ধতিতে মৌলিক ত্রুটি রেখে কোন আমল করলেও সে আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পিত্ত পাথরের অপারেশনের একটি মৌলিক পদ্ধতি হলো পিত্তথলির নালি প্রথমে বাধতে হবে তারপর কাটতে হবে। কেউ যদি পিত্তথলির নালি না বেধে কেটে দিয়ে পিত্ত পাথরের অপারেশন শেষ করে তবে ঐ অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে এবং রোগী মারা যাবে।

Common sense অনুযায়ী তাই- আমলের অনুষ্ঠানটি মনিবের জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পালন করা আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

৫. আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মনিবের দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া

আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয় কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। অনুষ্ঠানগুলো পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা না নিলে, কারো পক্ষে আনুষ্ঠানিক আমলের উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে মেডিকেল শিক্ষা নামক আনুষ্ঠানিক কাজটির কথা বলা যায়। মেডিকেল কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠান (বিভিন্ন বিষয়ের লেকচার ক্লাসে যাওয়া, ডিসেকশল ক্লাসে গিয়ে লাশ কাটা, হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে রোগী দেখা, বহির্বিভাগে গিয়ে রোগী দেখা, অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে অপারেশন দেখা ইত্যাদি) থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়া হয়। কেউ যদি অনুষ্ঠানগুলো করে কিন্তু তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা না নেয় তবে তার পক্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন (মানুষের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা) কখনও সম্ভব হবে না।

তাই, Common sense অনুযায়ী, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মনিবের দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া, আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা

আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে মনিবের দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সেগুলো যদি বাস্তবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলেও আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধন হয় না। যেমন- কেউ মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠানগুলো করলো এবং তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিলো কিন্তু সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলো না। এটি হলে ঐ ব্যক্তি দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন (মানুষের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা) হওয়া কখনও সম্ভব হবে না।

তাই, Common sense অনুযায়ী, অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে মনিবের দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেয়ার পর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা, আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে মনিবের জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া

ব্যাপক কর্মকাণ্ড হলো সে বিষয়ে যাতে নানা গুরুত্ব ও ধরনের (মৌলিক, অমৌলিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি) কাজ উপস্থিত থাকে। যেমন- মানুষের জীবন পরিচালনা, রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা ইত্যাদি।

ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কোন মনিবের দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে, মনিবের জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না। কারণ, তাতে আমলটিতে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাবে। আর মৌলিক ত্রুটিযুক্ত সকল আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে শতভাগ ব্যর্থ হয়। অমৌলিক ধরনের বিষয় বাদ গেলে আমলটি কিছু দুর্বল বা অসুন্দর হয়, তবে ব্যর্থ হয় না।

তাই, Common sense অনুযায়ী, মনিবের জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো মনিবের জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা

ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে উপস্থিত থাকা বিষয়গুলো মনিবের জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করতে হবে। কারণ, এটি অমান্য করলেও আমলটি তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া একজন লোকের বড় একটি রক্তের শিরা কেটে গেছে এবং তা থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। লোকটির চামড়াও কয়েক জায়গায় কেটেছে। এই লোকটির চিকিৎসার জন্যে একজন চিকিৎসকের প্রথম করণীয় হবে শিরা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা। তারপর চামড়ার ক্ষতগুলোর দিকে নজর দেয়া। অর্থাৎ বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমলটি কম গুরুত্বের কাজের আগে করা। কোন চিকিৎসক যদি তা না করে তার উল্টোটি করে, তবে রুগীটি মারা যাবে। অর্থাৎ ঐ চিকিৎসকের পুরো কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী, মনিবের জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী, ব্যাপক ধরনের আমলে উপস্থিত থাকা বিষয়গুলো আগে ও পরে পালন করা, ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

♦♦ তাই, Common sense অনুযায়ী আমলের ধরন অনুযায়ী আমল কবুলের শর্ত হবে ৮টি। এর মধ্যে-

- সাধারণ শর্ত ৪টি। অর্থাৎ এ ৪টি শর্ত সকল আমলের বেলায় প্রযোজ্য হবে।
- আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য ৪+২=৬টি
- ব্যাপক কর্মকাণ্ড যেখানে আনুষ্ঠানিক কাজও আছে ৪+২+২=৮টি

সুধী পাঠক

উপরের শর্তগুলো পূরণ করে কোন আমল পালন করলে তা যে কোন মনিবের নিকট কবুল হবে, আর শর্তগুলোর একটিও বাদ দিয়ে কোন আমল করলে তা কোন মনিবের নিকট কবুল হবে না, Common sense অনুযায়ী এটি বোঝা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। আশা করি আপনারা সবাই এটি স্বীকার করবেন। আর শর্তগুলো যে মনিবের দেয়া বা যে মনিবের মত অনুযায়ী হবে, আমলটি সে মনিবের দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে, তা বোঝাও কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তাই,

শর্তগুলো যদি আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া হয় তবে তা পূরণ করে একটি আমল করলে আমলটি আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব বলে গণ্য হবে। আর তাই, Common sense অনুযায়ী একটি আমল আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো হবে নিম্নরূপ-

Common sense অনুযায়ী একটি আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ

১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা

২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা

৩. আমলটির ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রনয়ণ করা ও জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) মনে করে পালন করা

৪. আল্লাহর জানানো ও রাসূল (স.)-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা

৫. আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা

৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা

৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া

৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো, যে কোন আমল আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো হবে নিম্নরূপ-

১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে রাখা

২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা

৩. মহান আল্লাহর প্রনয়ণ করা ও জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় বা মাধ্যম মনে করে পালন করা
৪. আল্লাহর জানানো ও রাসূল (সা.)-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা
৫. আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা
৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা
৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া
৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা

আমলের ধরন অনুযায়ী উল্লিখিত ৮টি শর্তের শ্রেণীবিন্যাস

- সাধারণ শর্ত ৪টি। এ ৪টি সবধরনের আমলের ব্যাপারে প্রযোজ্য
- আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য ৪+২=৬টি
- ব্যাপক কর্মকাণ্ড যেখানে আনুষ্ঠানিক কাজও আছে ৪+২+২=৮টি

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense–এর রায়) কুরআন দিয়ে যাচাই করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এটি সম্ভব না হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআন দ্বারা যাচাই করে আমল কবুলের উপরে বর্ণিত শর্তগুলোকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। আর কুরআন দ্বারা সম্ভব না হলে হাদীস দ্বারা যাচাই করে আমল কবুলের ঐ শর্তগুলোকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমল কবুলের শর্ত খুজে পাওয়ার সাথে আমল কবুলের শর্তের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় (Common sense–এর রায়) মাথায় থাকার সম্পর্ক

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য খুজে পাওয়া এবং ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এ রায় মাথায় থাকার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান

কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য হলো-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও হাদীস দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির এ অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic cannel দেখা
- Discovery cannel দেখা

আয়াতখানির পরের অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। আয়াতখানির পরের অংশ-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ

সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোন চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব না হওয়া।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- কোন বিষয় সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই, কুরআন অনুযায়ী- আমল কবুল হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এর রায় আগে থেকে মাথায় না থাকলে ঐ শর্তগুলো উপস্থিত থাকা কুরআনের আয়াত বা হাদীস মানুষের চোখে ধরা পড়বে না তথা মানুষ খুজে পাবে না।

আমল কবুল হওয়ার শর্তের ব্যাপারে Common sense-এর রায় এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই, চলুন এখন খোঁজা যাক- শর্তগুলো সমর্থনকারী বা বিরোধীতাকারী কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ আছে কিনা। এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী শর্তগুলোকে আমরা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করবো।

‘আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: বল আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র মহাবিশ্বের রব আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে।

(আনআম/৬ : ১৬২)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াতখানির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জীবনের সকল কিছু করতে হবে তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে। অর্থাৎ তিনি অসন্তুষ্ট হন এমনভাবে কোন আমল করলে সে আমল তাঁর নিকট কবুল হবে না।

তথ্য-২

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ.الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ.الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَاءُوۡنَ.

অর্থ: ওয়াইল নামক জাহান্নাম সেই সালাত আদায়কারীদের জন্যে যারা সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্যে আমল (সালাত বা অন্য আমল) করে ।

(মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা লোক দেখানোর জন্যে সালাত বা অন্য আমল করে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ তারা ঐ সকল আমল করছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নয়, মানুষকে দেখানোর জন্যে। তাই তাদের ঐ আমল আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে কবুল হবে না।

তথ্য-৩

قَوۡلٌ مَّعۡرُوۡفٌ وَّمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٌ مِّنۡ صَدَقَةٍ يَّتۡبَعُهَاۤ اَذًى ط

অর্থ: একটি মিষ্টি কথা বলা বা ক্ষমা করা এমন (বড়) দানের চেয়েও ভালো যার পরে কষ্ট (খোঁটা) দেয়া হয়।

(বাকারা/২ : ২৬৩)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- খোঁটা দেয়া বা প্রতিদান পাওয়ার জন্যে কোটি কোটি টাকা দান করার চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে একটি মিষ্টি কথা বা সামান্য উদারতা দেখানো, আল্লাহর নিকট অনেক বেশি প্রিয়। কারণ ঐ দানের পিছনে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য কিছু থাকে। তাই, ঐ দান আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে কবুল হবে না।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে রাখা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ: ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিয়তের (উদ্দেশ্যর) উপরই সকল কাজ নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে (যা সে উদ্দেশ্য ঠিক করে)। তাই, যে হিজরাত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়াতে (সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যেই হয়। আর যে হিজরাত করে দুনিয়া লাভ বা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত ঐ জন্যে হবে যার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে) সে হিজরাত করেছে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং-১; মুসলিম, হাদিস নং- ৫০৩৬)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (সা.) এর নিয়াতে তথা উদ্দেশ্যে কোন আমল করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমলটি করা। তাই হাদীসটি থেকে সহজেই বোঝা যায়, হিজরাত বা অন্য যে কোন আমল যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে সামনে রেখে করা হয় তবে সে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত রাসূল (সা.) এর আরো অনেক কথা হাদীস গ্রন্থে উপস্থিত আছে।

আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা সেটি সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা- আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

অর্থ: মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার কোনকিছুই আমি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই। উহা সেই লোকদের ধারণা যারা কুফরী করে। আর এ ধরনের লোকদের দোযখের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

(ছোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন- মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে যত কিছু আছে, তার কোনটিই তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি প্রতিটি জিনিস বা বিষয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন। সকল জিনিস সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে। আবার প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে তাঁর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও আছে। আর প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি সাধিত হলেই কেবল সকল জিনিস সৃষ্টির পেছনে থাকা আল্লাহর সামগ্রিক উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে।

এরপর আয়াতখানিতে আল্লাহ বলেছেন- কোন কিছু তিনি উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এমনটি মনে করা কাফেরদের কাজ। অর্থাৎ অতি বড় গুনাহ। সবশেষে আল্লাহ বলেছেন, যারা ধারণা করবে উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এখান থেকে সহজে বোঝা যায়- আল্লাহ যে সকল আমল পালন করতে মানুষকে আদেশ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি উদ্দেশ্য তাঁর নির্দিষ্ট করা আছে। যারা ঐ আমলগুলো পালন করবে তাদের সে উদ্দেশ্যটি প্রথমে জানতে হবে। আর আমলগুলো পালন করার সময় সকলকে খেয়াল রাখতে হবে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয়টি অমান্য করবে, আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

তথ্য-২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অর্থ: নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি রহস্যে এবং দিন রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক'র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি একে বিনা

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি; আপনি পবিত্র (উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন জিনিস সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত); অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

(আলে-ইমরান/৩: ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের 'আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনকিছু সৃষ্টি করেন নাই এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করার ত্রুটি হতে আপনি মুক্ত, কথা দু'টি থেকে জানা যায় মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কিছু সৃষ্টি করেননি বা কোন আমল প্রণয়ন করেননি। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য আছে।

আর আয়াতের শেষে বান্দার করা দোয়া 'দোযখের আগুন থেকে আমাদের বাঁচান' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে একটি আমল করতে আদেশ দিয়েছেন তা না জেনে আমলটি করা দোযখে যাওয়ার কারণ হবে। কারণ, এভাবে আমল পালন করলে, আমলের বিষয়ে আল্লাহর কাঙ্খিত উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা সেটি সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা সেটি সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেয়া (সিয়াম পালন করা) আল্লাহর কোন দরকার নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ :বুখারী, হাদিস নং-১৯০৩)

ব্যাখ্যা: সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে- সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো ‘তাকওয়া’ অর্জন করা বা মুত্তাকি হওয়া। ‘তাকওয়া’ শব্দের অর্থ হলো- আল্লাহ সচেতনতা। সাস্থ্য সচেতনতা বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা ও মানা। তাই ‘আল্লাহ সচেতনতা’ বলতে বোঝাবে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ, ইত্যাদি জানা ও মানা। তাই, সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর সত্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ, ইত্যাদি জানা ও মানা।

আল্লাহ তা'য়ালা মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়তে আদেশ করেছেন। তাই যে সিয়াম পালনকারী মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি সে তাকওয়া অর্জন করেনি। অর্থাৎ তার দ্বারা সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) বলেছেন- যে সিয়াম পলনকারী মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি তার সিয়াম পালন করা আল্লাহর দরকার নেই। অর্থাৎ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- যে সিয়াম পালন দ্বারা সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না সে সিয়াম আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

তাই, এ হাদীসখানি এবং এ ধরনের আরো হাদীস থেকে জানা যায়- কোন আমল পালনের মাধ্যমে যদি আমলটির বিষয়ে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্যটি অর্জিত না হয় তবে সে আমল কবুল হয় না। আর তাই হাদীস থেকেও জানা যায়-আমলের আল্লাহর জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা, আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

‘আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা’ আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ... ...

অর্থ: (সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই ... ...

(বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: সূরা আন-কাবুতের ৪৫ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সালাতের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের

দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা দূর করা। এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন- সালাতের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করা তথা কিবলামূখী হওয়া, রুকু সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কোন সাওয়াব নেই। একথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সালাতকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করলে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তথা ঐ সালাত কবুল হবে না। আর এর কারণ হলো- সালাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে সালাতের পাথেয়। অর্থাৎ সালাতের অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে। কেউ যদি সালাতের 'অনুষ্ঠানকে' সালাতের সব কিছু বা সালাতের উদ্দেশ্য মনে করে, আর এর ফলে সালাতকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আদায় করে, তবে সে সালাতের মাধ্যমে সালাতের উদ্দেশ্য সাধন হবে না। তাই সে সালাত আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হবে না। আর তাই সে সালাত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

তাই এ আয়াতাংশ থেকে জানা যায়- কোন আমলের পাথেয়কে, আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন না করলে সে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

তথ্য-২

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

অর্থ: এদের (কুরবানির পশুর) গোশতো এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না কিন্তু পৌঁছে তোমাদের (বিশেষ ধরণের) আল্লাহ সচেতনতা।

(হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতাংশের মাধ্যমে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- কুরবানির পশুর রক্ত ও মাংশ আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। আল্লাহর নিকট পৌঁছায় এর মাধ্যমে অর্জিত হওয়া এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া)। আল্লাহ সচেতনতার সেই বিশেষ ধরনটি হলো- আল্লাহর আদেশ মানার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা। এটিই হচ্ছে কুরবানির উদ্দেশ্য। আদরের পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করা এবং তার গোশতো খাওয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। তাই, কুরবানির অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তার মাধ্যমে আল্লাহর কাঙ্খিত কুরবানির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অর্থাৎ এটি কুরবানির পাথেয়। আর তাই কেউ যদি কুরবানির পাথেয়কে (রক্ত ঝরানো এবং গোশতো খাওয়ার অনুষ্ঠান) কুরবানির সবকিছু বা উদ্দেশ্য মনে করে এবং কুরবানিকে শুধু রক্ত ঝরানো ও গোশতো খাওয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করে, তবে সেই কুরবানি আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

তাই, এ আয়াত থেকেও জানা যায়- কোন আমলের পাথেয়কে, আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন না করলে সে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দখতে পেলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা সেটি সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (সহীহ মুসলিমে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে, যদি সালাত, সাওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে তবুও) : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২২২)

ব্যাখ্যা: ঈমান আনা আমলটির উদ্দেশ্য হলো, মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা ব্যক্তিকে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখে। আর ঈমান আনা আমলের অনুষ্ঠানটি (কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা এবং তার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা) হলো আমলটির পাথেয়। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলের অনুষ্ঠানটি এমনভাবে করতে হবে যেন তা দ্বারা ব্যক্তির মন-মানসিকতা এমনভাবে গঠিত হয় যা তাকে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খিয়ানত করামূলক ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করে সে ঈমান আনা আমলটিকে, অনুষ্ঠান তথা পাথেয়-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করেছে। আমলটির

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের মন-মানসিকতাকে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখার মত করে গঠন করেনি। তাই, তার ঈমান আনা আমলটি কবুল হবে না। আর তাই সে ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে বলে রাসূল (সা.) হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের বক্তব্যধারণকারী অনেক হাদীস হাদীসশাস্ত্রে উপস্থিত আছে।

'আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল পালন করা' আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং শোনার পর তোমরা তা (আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(আনফাল/৮ : ২০)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (সা.) এর আনুগত্য এবং শোনার পর তাঁদের আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি অমান্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই, আয়তখানি এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে জানা যায় আমল পালন করার পদ্ধতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (সা.) যেটি বলেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। যেমন- সালাতে রুকু আগে ও সিজদা পরে করতে হবে, রুকু একটি ও সিজদা দু'টি করতে হবে ইত্যাদি।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল পালন করা' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে দেখা যায়- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল পালন করা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

অর্থ: আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমরা সমবয়সী কিছু যুবক মহানবী (সা.) এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে বিশ রাত থাকলাম। এরপর মহানবী (সা.) এর মনে হল আমরা পরিবারের কাছে যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদের পরিবারে কে কে রয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম। তিনি দয়াদ্র হৃদয় ও বন্ধুসুলভ মানসিকতা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। এরপর বললেন- তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও। এখান থেকে যা কিছু শিখলে তা তাদেরকে শেখাও ও তা করার আদেশ দাও। **আর সেভাবে সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।** সালাতের সময় হলে তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় ও তোমাদের মধ্যে যিনি বড় তিনি যেন সালাতে ইমাম হন।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ, দারু তাওকুন নাজাত, বুখারী, হাদিস নং- ৬০০৮)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে থাকা ‘সেভাবে সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো’ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- তিনি যে পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত আদায় করেছেন ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত আদায় করতে হবে। এখান থেকে জানা যায়- অন্যান্য আমলও রাসূল (সা.) যে পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করেছেন সে পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করতে হবে।

রাসূল (সা.) এর বাস্তব আমলের উপর ভিত্তি করে উপাসনামূলক আমলগুলোর অনুষ্ঠানের আরকান-আহকামকে হানাফী মণীষীগণ ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. ফরজ
২. ওয়াজিব
৩. সুন্নাত

৪. মুস্তাহাব

ফরজ ও ওয়াজিব বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে মৌলিক, আর সুন্নাহ ও মুস্তাহাব (নফল) বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে অমৌলিক। আর ঐ বিভিন্ন ধরনের আরকান-আহকাম অনুসরণ করা না করার সাথে আমলগুলো কবুল হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক হলো-

- ফরজ বাদ গেলে আমলগুলো কবুল হয় না
- ওয়াজিব বাদ গেলে সহু সিজদা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে না শুধরালে আমলগুলো কবুল হয় না
- সুন্নাত বাদ গেলে আমলগুলো একটু দুর্বল হয় কিন্তু তা একেবারে বাদ যায় না
- মুস্তাহাব বাদ গেলে আমলগুলোর কোন ক্ষতি হয় না।
  (এ বিষয়ে অন্য মাজহাবের মণীষীগণের ভিন্ন মত আছে)

'আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া' আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط

অর্থ: (সালাতের সময়) পূর্বে তোমরা যে দিকে মুখ করে দাঁড়াতে সেটিকে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এটি বুঝে নেয়ার জন্যে যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে, আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়।

(বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরাত করার পর প্রথম ১৬ বা ১৭ মাস আল্লাহর নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে সালাত পড়তেন। তারপর আল্লাহ আবার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত পড়ার নির্দেশ দেন। এই আয়াতাংশে আল্লাহ কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পেছনে কী কারণ ছিলো তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন- কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দানের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা জেনে নেয়া যে, কে রাসূলকে তথা রাসূলের মাধ্যমে দেয়া তাঁর আদেশকে অনুসরণ করে এবং কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ কে তাঁর আদেশ মানাকে অগ্রাধিকার দেয়, আর কে তাদের রসম-রেওয়াজ (Tradition), অভ্যাস ইত্যাদি মানাকে অগ্রাধিকার দেয়।

এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়- সালাতের সময় মুখ কেবলার দিকে করতে বলা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান করতে বলার পেছনে আল্লাহর (সর্বপ্রধান) উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরির শিক্ষা দেয়া।

তথ্য-২

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ: (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা (আদেশটি মানার পর এর উপকারিতা দেখে আমার) শোকর আদায় করো।

(মায়েদাহ/৫ : ০৬)

ব্যাখ্যা: সূরা মায়েদার এ আয়াতখানির প্রথম দিকে সালাতের আগে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করা এবং কখন ও কিভাবে তা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর আল্লাহ এই বক্তব্যটি রেখেছেন।

আল্লাহ বলেছেন, সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানের আদেশের মাধ্যমে কাপড় ও জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার শর্ত আরোপ করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। বরং এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি নীতিমালা শিক্ষা দেয়া। আর সে নীতিমালা হচ্ছে শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ, প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা।

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা (সিয়ামের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, সিয়াম নামক আনুষ্ঠানিক আমলটি ফরজ করার কারণ হচ্ছে- সিয়ামের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকি) মানুষ তৈরী করা। সে আল্লাহ সচেতন মানুষ হলো তারা, যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না।

তথ্য-৪

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط

অর্থ: এদের গোশতো এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না বরং পৌঁছে (এর অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা।

(হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ আয়াতখানিতে প্রথমে জানিয়েছেন যে- কুরবানির পশুর রক্ত ও মাংস তাঁর নিকট পৌঁছায় না। অর্থাৎ কুরবানিরূপ আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক আমলের শুধু অনুষ্ঠানটি করার কোন সওয়াব নেই।

তারপর আল্লাহ বলেছেন- তাঁর নিকট পৌঁছায় কুরবানির অনুষ্ঠানটির শিক্ষার মাধ্যমে যে বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতনতা তিনি তৈরী করতে চেয়েছেন সেটি। সে আল্লাহ সচেতনতাটি হলো- প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি জীবন উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মানসিকতা।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়া' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- তোমরা কি জান সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হল সে যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে- সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি আমল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার উপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদিস নং- ৬৭৪৪)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়, প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাতমূলক আনুষ্ঠানিক আমল করা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন যদি অভিযোগ আসে যে- তারা কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে তবে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ ঐ প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত তাদের কোন কাজে আসবে না। এর কারণ হলো- ঐ আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন মানুষকে গালি না দেয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ না করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত না করা, কাউকে অন্যায়ভাবে না মারার শিক্ষা ছিল। হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ঐ আমলগুলোর শুধু অনুষ্ঠান করেছে তা থেকে দিতে চাওয়া উল্লিখিত শিক্ষাগুলো নেয়নি। তাই তাদের ঐ আমলগুলো কোন কাজে আসেনি তথা কবুল হয়নি।

‘আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা’ আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন

তথ্য-১

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ ... ...

অর্থ: (সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে- আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃক্মখল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে ... ...

(বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো- সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোন সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাত কায়েম করায়। সালাত কায়েম করা তথা সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে (বাস্তবে) প্রতিষ্ঠা করা। সালাত একটি আনুষ্ঠানিক আমল। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়- সালাত বা যেকোন আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিলেই শুধু চলবে না। ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্য-২

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ .

অর্থ: অর্থ: ধ্বংস (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনির ন্যায় ছোট-খাটো জিনিসও মানুষকে দিতে নিষেধ করে (কৃপন)।

(মাউন/১০৭ : ৪-৭)

ব্যাখ্যা: এই আয়াত ক'খানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কয়েকটি কাজ করার জন্যে সালাতের অনুষ্ঠান করার পরও একজন সালাত আদায়কারীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। সে কাজগুলো হলো- সালাতের

সময় বা সালাত সম্পর্কিত অন্য বিষয়ে অবহেলা করা, মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করা এবং ছোটখাট জিনিসও অপরকে না দেয়া বা দিতে নিষেধ করা (কৃপন হওয়া)। এখান থেকে বোঝা যায়- সালাতের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ কাজগুলোর নিবিড় কোন সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্ক হলো- এ কাজগুলো সালাতের থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা।

তাই মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– যারা সালাত তথা আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে (বাস্তবে) প্রতিষ্ঠা করবে না, তাদের ঐ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কবুল হবে না এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তবে সে নিজ মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী! লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, সে কম (নফল) সিয়াম পালন করে, কম (নফল) সদাকা করে এবং (নফল) সালাতও কম পড়ে। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে জান্নাতী।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ৯৬৭৩)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে উল্লিখিত ১ম মহিলাকে প্রচুর সালাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়ার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে কম (নফল) সালাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট না দেয়ার কারণে ২য় মহিলা জান্নাত পাবে। দুই মহিলার পরিনতির এই অপরিসীম পার্থক্যের কারণ হলো- প্রতিবিশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট না দেয়া সালাতের পঠিত কুরআনের একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়লেও এ শিক্ষাটি নেয়নি। ফলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই, তার সালাত কবুল হয়নি। এ জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত পড়লেও শিক্ষাটি নিয়েছে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করেছে। তাই, তার সালাত কবুল হয়েছে। এ কারণে সে জান্নাত পাবে।

তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- 'আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

অর্থ: আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন মনের মাধ্যমে তা করে । আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোন ঈমান নেই)।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

ব্যাখ্যা: ঈমান আনা নামের আনুষ্ঠানিক আমলটির অনুষ্ঠানের (কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা এবং ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা) একটি দাবি বা শিক্ষা হলো- সামনে অন্যায় (ইসলাম নিষিদ্ধ) কাজ হতে দেখলে তা হাত (শক্তি) দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর সে ক্ষমতাও না থাকলে মন দিয়ে তা করতে হবে। অর্থাৎ তার মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং তাকে মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনা করতে হবে।

সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর ওজরের (বাধ্য-বাধ্যকতা) কারণে একজন ঈমানের দাবিদার ব্যক্তির সেটিকে শক্তি দিয়ে বন্ধ করা বা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তার মনে যদি অনুশোচনা না হয় এবং সে যদি মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের কোন পরিকল্পনা না করে তবে বুঝতে হবে সে ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়নি বা নিয়ে থাকলেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করেনি।

হাদীসখানির শেষে থাকা 'এটি ঈমানের দূর্বলতম স্তর' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো- সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর মনে অনুশোচনা থাকা এবং মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনা করা। এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর যার মনে অনুশোচনাও হবে না এবং মনে মনে যে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনাও করবে না সে আসলে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ তার ঈমান আনা আমলটি কবুল হবে না। আর এর কারণ হলো-সে ঈমান আনামূলক আনুষ্ঠানিক আমলটির অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়নি বা নিয়ে থাকলেও শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেনি।

তাই, হাদীসখানি থেকেও জানা যায়- 'আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

'ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া' আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ .

অর্থ: অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। তাই যে ব্যক্তির নিকট তার রবের এ উপদেশ পৌঁছাবে এবং ভবিষ্যতে সে সুদ খাওয়া হতে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা খেয়েছে তাতো খেয়েছে। সে ব্যাপারটি তার

আল্লাহর উপর রইল। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও উহার (সুদের) পুনরাবৃত্তি করবে তারা জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা: সুদ খাওয়া ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত থেকে জানা যায়- সুদ হারাম এটি জানার পরও যদি কেউ সুদ খায় তবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোন মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে।

জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়- ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

তথ্য-২

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

অর্থ: আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বন্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা: মিরাস বন্টন (সম্পদ বন্টন) ইসলামের একটি মৌলিক আমল। এ আয়াত থেকে জানা যায়- মিরাস বন্টনের বিধান যে অমান্য করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোন মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়- ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

তথ্য-৩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ج ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا .

অর্থ: কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা; ... ... আর যে (মু'মিন) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ

তার উপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(নিসা/ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা: অন্যায় হত্যা ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত থেকে জানা যায়- অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোন মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে। তাই, এ আয়াতের শিক্ষা হলো- জীবন পরিচালনা নামের ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

তথ্য-৪

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط

অর্থ: আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতেও না।

(নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: লোক দেখানোর জন্যে কোন কাজ করা ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়। ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস না করা ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ।

এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা লোক দেখানোর জন্যে ধন-সম্পদ দান করে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তাদের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তাই, এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো- ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

তথ্য-৫

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ج وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ

إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা ফিরে যায়, শয়তান তাদের জন্য ঐ ধরনের আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটি এজন্য যে তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয় অস্বীকারকারীদের বলে, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা ভাল করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং মুখ ও পিঠের উপর মারতে থাকবে? এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে অপছন্দ এবং অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে পছন্দ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দিবেন।

(মুহাম্মদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা, কিতাবের মাধ্যমে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, জীবনের কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা, আর কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা

৪. ঐ আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল বিনষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে যাবে

এ আয়াত ক'খানির মাধ্যমেও তাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের মূল বিষয়গুলো তথা ইসলামী জীবনের মৌলিক বিষয়ের কিছু তথা একটিও অমান্য করলে মানব জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৬

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ: তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে; তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবেনা (তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে)।

(বাকারা/২ : ৮৫ ও ৮৬)

ব্যাখ্যা: কোন কিছু কেউ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে তা তার কর্মে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ কোন কিছু বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা বিষয় দু'টির একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ তাই এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, আল কুরআনের 'কিছু' বিশ্বাস ও অনুসরণ করলে আর কিছু অবিশ্বাস ও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

এ আয়াত ক'খানির মাধ্যমেও তাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের মূল বিষয়গুলো তথা ইসলামী জীবনের মৌলিক বিষয়ের কিছু তথা একটিও অমান্য করলে মানব জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

وَ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَ لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ .

অর্থ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে- 'খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই।'

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১২৪০৬; বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: খিয়ানত করা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা ইসলামের দু'টি মৌলিক (বড়) নিষিদ্ধ কাজ। যার ঈমান বা দীন নেই তার পুরো জীবন ব্যর্থ। তাই, রাসূল (সা.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন- খিয়ানতকারী এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর পুরো জীবন ব্যর্থ ধরা হবে। অর্থাৎ এ হাদীসখানির বক্তব্য হলো একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করলে বা একটি মৌলিক করণীয় কাজ না করলে পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। তাই এ হাদীসখানি এবং এ ধরনের আরো হাদীস থেকে জানা যায়- ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া' আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

'ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা' আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অর্থ: পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা: এ হলো আল কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াত। এ পাঁচখানি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম

যে শব্দটা দিয়েছেন সেটি একটি আদেশমূলক শব্দ যার অর্থ হলো, ‘পড়ো তথা জ্ঞান অর্জন করো’। আর জ্ঞান অর্জন করার আদেশ দেয়ার পর যে পাচখানি পংতি (আয়াত) পড়তে বলা হয়েছে তা হলো কুরআনের পাঁচখানি আয়াত। আরো লক্ষনীয় বিষয় হলো- এ পাঁচখানি আয়াতে জ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জনের সহায়ক বিষয় (কমল ও চিকিৎসা বিজ্ঞান) ব্যতীত আর কোন বিষয় আল্লাহ উল্লেখ করেননি। তাই, সহজেই বলা যায়- কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর জানানো প্রথম আদেশ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার আদেশ।

প্রশ্ন হলো- আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনের মাধ্যমে দেয়া তাঁর প্রথম আদেশ হিসেবে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমল পালন করা বা শিরক না করার আদেশকে বাছাই না করে, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের আদেশকে কেন বাছাই করলেন। এর কারণ হলো- কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরজ বা সাওয়াবের কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাক সবচেয়ে বড় গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- **‘মু’মিনের এক নাম্বার কাজ ও শয়তানের এক নাম্বার কাজ’** এবং **‘শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ না কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ’** নামক বইদু’টিতে।

কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনামূলক একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশ। তাই, মহান আল্লাহ এ ধরনের কর্মপদ্ধতি (ফে’য়লী হাদীস) তথা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমলটি করার আদেশ প্রথমে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন- ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- ‘ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা’ আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, **২১** পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- ‘ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা’ আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

ঈমান হলো- জ্ঞান + বিশ্বাস। ইসলামের ঘরে প্রবেশ করতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হলো ঈমান আনা। ঈমান আনতে হয় ‘কালেমা তাইয়্যেবা’-এর ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে তার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে। কালেমা তাইয়্যেবার সরল অর্থ-

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (এবং) মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

পুরো কালেমাটি কুরআনে একসাথে নেই। لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশ আছে সূরা সাফফাতের ৩৫ নং ও সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াতে। আর مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশ আছে সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতে। রাসূল (সা.) (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) কুরআনের আয়াতের এ দু'টি অংশকে একত্রিত করে 'ঈমান'-এর ঘোষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

কালেমাটির ব্যাখ্যা:

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশের ব্যাখ্যা

মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্যে, সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের, একমাত্র স্বাধীন সত্তা আল্লাহ।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশের ব্যাখ্যা

ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) কে মাতলু ওহী এবং গায়ের মাতলু ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS)-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সা.) সেগুলো মানুষকে জানিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। মুহাম্মাদ (সা.) ঐগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হচ্ছে তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

কালেমাটির ব্যাখ্যা থেকে সহজে বোঝা যায়, কালেমাটি হলো পুরো কুরআনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। তাহলে দেখা যায়- ইসলামে প্রবেশ করার প্রথম কাজ হিসেবে রাসূল (সা.) প্রকৃতভাবে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। এ সুন্নাহ থেকেও তাই জানা যায়- 'ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা' আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আমলের ধরনের ভিত্তিতে কবুল হওয়ার শর্তের সংখ্যার পার্থক্য

জীবনের সকল আমল, এমনকি ঘুমানো ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়াও আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব (ইবাদাত) হবে তথা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কবুল হবে যদি তা আল্লাহর দেয়া শর্তসমূহ পূরণ করে পালন করা হয়। তবে সকল আমলের

জন্যে সবকটি শর্ত প্রযোজ্য নয়। আমলের ধরনের ভিত্তিতে শর্তসমূহ হবে নিম্নরূপ-

ক. সাধারণ শর্ত চারটি। অর্থাৎ চারটি শর্ত সকল ধরনের আমলের জন্যে প্রযোজ্য হবে। শর্ত চারটি হলো-

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে রাখা
২. আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালনের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখা
৩. আমলটির আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা
৪. আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী আমলের অনুষ্ঠানটি করা

খ. আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য শর্ত ছয়টি। যথা-

১-৪. সাধারণ শর্ত
৫. অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা
৬. অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা

গ. আনুষ্ঠানিক আমল উপস্থিত থাকা ব্যাপক কর্মকাণ্ড স্বরূপ আমলের জন্য শর্ত আটটি। যথা-

১-৪. সাধারণ শর্ত
৫. মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া
৬. গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো পালন করা
৭. আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলোর অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়া
৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে, আমল কবুলের শর্তসমূহ যেভাবে প্রয়োগ হবে

চলুন এখন দেখা যাক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমলের ব্যাপারে আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো কিভাবে প্রয়োগ হবে।

ক. মানুষের জীবন পরিচালনা

মানুষের জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড এবং এর মধ্যে অনেক

আনুষ্ঠানিক আমলও উপস্থিত আছে। তাই জীবন পরিচালনারূপ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর নিকট কবুল হতে হলে নিম্নের ৮টি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. জীবন পরিচালনা করার সময় তথা জীবনের প্রতিটি আমল (কাজ) করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে

২. মানব জীবন সৃষ্টির পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং জীবন পরিচালনা, সে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে ভুমিকা রাখছে কিনা তা সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার মানব জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নামক বইটিতে)

৩. জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়গুলো বাদে অন্য সকল বিষয় হচ্ছে জীবন সৃষ্টির পাথেয়। তাই, পাথেয় বিভাগের বিষয়গুলো এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে

৪. জীবনের প্রতিটি আমলের অনুষ্ঠান করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (সা.) এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে

৫. জীবনের আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে

৬. জীবনের আনুষ্ঠানিক আমলগুলো থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে

৭. জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মহান আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর জানিয়ে দেয়া, মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও পালন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না

৮. জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

খ. রাসূল (সা.) এর অনুসরণ

রাসূল (সা.) এর অনুসরণও একটি ব্যাপক আমল এবং এর মধ্যে অনেক আনুষ্ঠানিক আমলও উপস্থিত আছে। তাই রাসূল (সা.) এর অনুসরণরূপের ব্যাপক আমলটি আল্লাহর নিকট কবুল হতে হলে নিন্মের আটটি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করা তথা সুন্নাহ পালন করার সময়, আল্লাহর

সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে

২. রাসূল (সা.) কে প্রেরণের পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং রাসূল (সা.) কে অনুসরণ তথা সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামকে বিজয়ী করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসানো। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- '**রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠীক অনুসরণের মাপকাঠি**' নামক বইটিতে।

৩. রাসূল (সা.), তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের সহায়ক হিসেবে অন্য যত আমল করেছেন তা হচ্ছে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের পাথেয় (সহায়ক বিষয়)। তাই রাসূল (সা.) এর ঐ সুন্নাহগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে তা যেন দীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে

৪. রাসূল (সা.)- এর সকল সুন্নাহর অনুষ্ঠানটি করতে হবে তিনি যে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী তা করেছেন সেগুলো অনুসরণ করে

৫. রাসূল (সা.)- এর করা আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিতে হবে

৬. রাসূল (সা.) এর করা আনুষ্ঠানিক আমল পালন করে তা থেকে নেয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে

৭. রাসূল (সা.) এর মৌলিক সুন্নাহর একটিও বাদ না দেয়া

৮. সুন্নাহগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

গ. কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত কোন ব্যাপক বা আনুষ্ঠানিক আমল নয়। তাই, কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর নিকট কবুল হতে (কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পেতে হলে) নিম্নের চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে

২. কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। তাই কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য দু'টি সাধিত হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে

৩. কুরআন তিলাওয়াতের পাথেয় হচ্ছে পড়া বা তিলাওয়াত করা। তাই, কুরআন তিলাওয়াত আমলটি এমন হতে হবে যেন তার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। অর্থাৎ কুরআন অর্থ বুঝে পড়তে হবে।

৪. কুরআন তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান করতে হবে রাসূল (সা.) যে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে অনুষ্ঠানটি করেছেন সে নিয়ম অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাজবীদের নিয়ম অনুসরণ করে এবং ভাব প্রকাশ করে।

ঘ. সালাত

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক আমল। তবে এটি কোন ব্যাপক কর্মকাণ্ড নয়। তাই, সালাত কবুল হতে হলে নিম্নের ছয়টি শর্ত পূরণ করতে হবে-

১. সালাত পড়তে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে

২. সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা দূর করা। তাই সালাত পড়ার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে

৩. অনুষ্ঠান হচ্ছে সালাতের পাথেয়। তাই অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখে

৪. সালাতের অনুষ্ঠানটি করতে হবে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ও রাসূল (সা.) এর দেখিয়ে দেয়া আরকান-আহকাম (নিয়ম-কানুন) অনুসরণ করে।

৫. সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে

৬. সালাতের অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো সামনে থাকলে আমল কবুল হওয়ার শর্ত কি কি হবে তা বোঝা কঠিন কোন বিষয় নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের আমল পালন করার ধরন দেখলে অতিসহজে বোঝা যায়- পুস্তিকায় উল্লিখিত শর্তগুলো পুরণ করে আমল পালন করছেন এমন মুসলিমের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের কৃত আমল আল্লাহর নিকট কবুল হচ্ছে কিনা এটি এক বিরাট প্রশ্ন। এটি কি মহা চিন্তার বিষয় নয়?

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আসুন! আমরা সবাই মিলে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে, জীবনের সকল আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য, পুস্তিকায় উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense সমর্থিত শর্তগুলো পূরণ করে পালন করার তৌফিক দান করেন। কারণ এটি না হলে কৃত কোন আমল থেকে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন কল্যাণ পাব না।

সবশেষে সকলের নিকট অনুরোধ, যদি এ পুস্তকে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তবে তা কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্য দিয়ে আমাকে জানাবেন। এটি একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্বও বটে। সে তথ্য সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারাণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?

২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি (৮ম তলা), মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **প্রফেসরস প্রকাশনী,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ সালেহীন প্রকাশনী, ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার,** ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল:০১৮৪৫৩২০৯৩৮
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪

- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি,কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্তর, দড়াটানা, যশোর। মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ। মোবাইল: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮

সিলেট

- **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন,নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা: ০১৫৫৪৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২৬১৭৫২৯৭